দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 30 JAN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টার কাছে একটি বিনীত অনুরোধ

আমরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ লাভ করি গত ১৯৯০-এর মে মাসে, আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৭/১০ আর ৪/৮৮/২৯৩ -শিক্ষা তারিখ-১৬-৪-৯০। নিয়োগপত্রে উল্লেখ আছে যে "সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকার শূন্যপদ পূরণের ব্যাপরে সরকারের সম্মতি রহিয়াছে।" নিয়োগপত্রে আরো উল্লেখ থাকে যে "উক্ত পদের ব্যয়ভার ১৩৭-শিক্ষাখাত-১-প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ গৌণ খাতের বরাদ্দ হইতে মিটানো হইবে।"

বর্তমান রাষ্ট্রপতি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য মাথাপিছু প্রতিমাসে ৫০০ টাকা ধার্য করেছেন।

আমাদের নতুন নিয়োগকৃত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বেতন নেয়ার ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমাদের বেতনের বিল ফরম ট্রেজারী অফিসে আটকে আছে। ট্রেজারী অফিসের দাবী হচ্ছে, অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগের স্মারক নং পাঠাতে হবে, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাউজান উপজেলা শিক্ষা অফিসার অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, মন্ত্রণালয় থেকে কোন উত্তর দেয়নি বলে তিনি আমাদের জানিয়েছেন। আমরা উপজেলা, জেলার বিভিন্ন শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে কোন সদুত্তর পাইনি, উপায়ন্তর না দেখে মাননীয় শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টার নিকট আবেদন জানাই।

বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে এতগুলো শিক্ষক কিভাবে দীর্ঘ ন'মাস বেতন ছাড়া চলতে পারে সেটার বিচারের ভার তার উপর রইল, উন্নয়ন খাতের শিক্ষকরা ঠিকমত বেতন যদি পেয়ে থাকে তবে আমরা ১৩৭ খাতের শিক্ষকেরা কি অপরাধ করলাম? আমাদের নিয়োগের বৈধতা নিয়ে তাহলে কি কোন সংশয় রয়েছে? যদি থেকে থাকে তবে এতগুলো নিরীহ শিক্ষকের সাথে কেন এ প্রতারণা। সরকারী পক্ষের সুস্পষ্ট বক্তব্যের অভাবে আমাদের মন-মানসিকতা দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে। এ বিষয়ে একটু খতিয়ে দেখার জন্য এবং যাতে করে আমরা নির্বাচনের আগেই বেতন পেতে পারি এর জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে মাননীয় শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টার কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নবনিযুক্ত রাউজান উপজেলার
শিক্ষকদের পক্ষে-
তপন কুমার চৌধুরী,
সহকারী শিক্ষক, রাউজান
স্টেশন সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়
উপজেলাঃ রাউজান, চট্টগ্রাম।